দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 AUG 1998 ...
পৃঃ ৪ কলাম ৫

'হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন' প্রজেক্ট প্রসঙ্গে

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তায়, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে 'হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন' প্রজেক্ট নামে ২৪৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার এক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যাহার কাজ এই বৎসর ডিসেম্বর মাস নাগাদ শেষ হওয়ার কথা। প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কার করিয়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা। এই জন্য প্রকল্পভুক্ত ১৩২টি বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে নবম ও দশম শ্রেণী এবং ২৬টি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যাহা জাতীয় শিক্ষানীতির প্রণীত খসড়ার সহিত সাযুজ্যপূর্ণ। প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয় ৬১ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দের ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় একটি তিনতলা ভবন নির্মাণে এবং বাকী ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ। যতদূর জানা যায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত কলেজগুলির উন্নয়নে এই শর্তে ঐ ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় যে, কোনক্রমেই উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলিকে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করা হইবে না। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, ডিগ্রী খোলা হইলে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কারের লক্ষ্য ব্যাহত হইবে। দুঃখের বিষয় প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হইতে চলিলেও অদ্যাবধি প্রকল্পভুক্ত একটি কলেজেও নবম দশম শ্রেণী খোলা হয় নাই বরং এইসব কলেজকে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য নাকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অসংখ্য আবেদনপত্র জমা পড়িতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্য উল্লেখিত শর্তের কারণে এ পর্যন্ত একটি কলেজকেও ডিগ্রী খোলার অনুমতি দেয় নাই। তবে শোনা যাইতেছে অনুমতি প্রদানের জন্য রাজনৈতিক চাপ বাড়িতেছে। এখন পর্যন্ত অনুমতি না দিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে এই কড়াকড়ি অটুট থাকে তাহা মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করিতে হইবে। যেহেতু, প্রকল্পটি এডিবি-র আর্থিক সহায়তায় গড়িয়া উঠা প্রকল্প, সেহেতু প্রকল্পভুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলিকে শর্ত ভঙ্গ করিয়া ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করা হইলে ভবিষ্যতে এডিবি আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে মুখ ফিরাইয়া নিতে পারে যাহা আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হইবে। তাহাছাড়া অপরিকল্পিতভাবে ডিগ্রী কলেজের অনুমতি প্রদান করা হইলে একদিকে যেমন সরকারের ব্যয় বাড়িবে তেমনি অন্যদিকে কোন ম্যাপিং ছাড়াই যত্রতত্র ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হইলে শিক্ষার মানেরও অবনতি হইবে। তাই যাহাতে এডিবি-র আর্থিক সহায়তায় গড়িয়া উঠা প্রকল্পভুক্ত কলেজগুলি শর্ত ভঙ্গ করিয়া ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত না হইতে পারে সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ নাসির উদ্দিন,
প্রভাষক অর্থনীতি,
সাহেবাবাদ ডিগ্রী কলেজ,
কুমিল্লা-৩৫২০।